বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়
(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়

(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৬
৫	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	২৭-৩৮
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

..........................বঃ
তারিখঃ____________________
.........................খ্রিঃ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ..............................., ঢাকা।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	আমদানিকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি।	**১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯**
০২	আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	**১,৯৫,২১,৭৬৫**
০৩	আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	**১,০৭,০৫,৪২১**
০৪	আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	**১,২৯,০৩,২৫০**
০৫	স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭০,৭৯,০৭৯
০৬	বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৮,০৫,৯৫,৫৪৪
০৭	জাতীয় বেতন স্কেল -২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি।	৫৯,৬৫,৩৯৬
০৮	বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।	৪,০১,৭০,৫৯৫
০৯	সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চদরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	২৯,৮৪,০৬,১২০
১০	উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান উপেক্ষা করে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে W.P.P ব্যাগ সরাসরি ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ।	৩৮,১১,৮৮০
১১	পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না হয়ে পলিথিন পিলেটস আমদানী করে মূলধন আটক হওয়ায় ক্ষতি।	৬৫,৩০,৬৭২
১২	ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃকে প্রদত্ত ঋণ সুদসহ আদায় হয়নি।	**১০,১২,৪১,০৬৩**
১৩	পিপিআর-২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা সমীক্ষা করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা কাজ করানোর পর উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ।	৯,০০,০০,০০০
১৪	লোকাল জেটির ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত /পুনঃ নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত দরপত্র বহির্ভূত এবং অতিরিক্ত কাজ প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৮২,৪০,৫৯৪
	সর্বমোট	**৮৪,০০,১৫,৭৯৯**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর ঃ

- ২০০৭ হতে ২০১১ পর্যন্ড় বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
২	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি।	২৩-১০-২০১১ খ্রি: হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ড়
৩	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ ,পলাশ, নরসিংদী ।	২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৪	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৫	যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর ।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৬	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৩-১১-২০১১ খ্রি: হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
৭	ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ।	১৩-১১-২০১১ খ্রি: হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ।	১৩-১১-২০১১ খ্রি: হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত
৯	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম ।	১৫-০৪-২০১২ খ্রি: হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
১০	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ,রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা , চট্টগ্রাম।	১১-০৫-২০১২ খ্রি: হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশে- ষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্ড়্রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্ড়্রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্ড়্রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনামঃ আমদানিকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি ২০৬১৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশী ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সার আমদানি সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানীকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি ২০৬১৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯ টাকা।
- বিসিআইসি'র ক্রয়াদেশ নং-পার-৩.২০৪৫/২০০৯-১০/সিটি-৩৯৫(এফ)/৩৪৬১ এবং পার-৩.২০৪৫/২০০৯-১০/৩৯৬(এফ)/৩৪৬২ তারিখ: ০১-১১-২০০৯ ও ঋণপত্র নং ০৩৩০০৯৯৯০৩৭ এবং ০৩৩০০৯৯৯০৩৮ এর মাধ্যমে সার সরবরাহকারী মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন, ঢাকা M.V. OCEAN PEARL জাহাজযোগে মংলা বন্দরে খালাসের উদ্দেশ্য নিয়ে ১২,১৫১.৫৫ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার আমদানি করে।
- মংলা বন্দরের নাব্যতা (ড্রাফট) কম থাকায় ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে বহিঃ নোংগরে পৌঁছায় এবং ০৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। দুর্ঘটনার পূর্বে জাহাজ হতে ১২,১৫১.৫৫ মেঃটন সারের মধ্যে ৩৪৭৩.৪৫ মেঃটন সার খালাস করা হয়।
- পরবর্তীতে জাহাজ মালিক জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবী করে মহামান্য হাইকোর্টে এ্যাডমিরালিটি স্যুট নং-৫৪/২০১০ দায়ের করে এবং বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ্যাডমিরালিটি স্যুট মামলা দায়েরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাহাজ এরেস্ট করে সার উদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্থ সারের মূল্য জাহাজ মালিক হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট ডিভিশনের জারীকৃত আদেশে (নং ২৪৩০ তারিখঃ ১৯-১২-২০১০) এম ভি ওশেনপার্ল জাহাজ হতে সার খালাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ১৮-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আরও ১৯০৫.৮০ মেঃটন সার খালাস অর্থাৎ মোট ১২,১৫১.৫৫ মেঃটন সারের মধ্যে (৩,৪৭৩.৪৫+১,৯০৫.৮০) বা ৫,৩৭৯.২৫ মেঃটন সার খালাস হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬,৭৭২.৩০ মেঃটন সার সরবরাহ সম্ভব নয় মর্মে সরবরাহকারী মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্তৃক বিসিআইসিকে জানানো হয়েছে।
- সুতরাং প্রতি মেঃটন সারের মূল্য সিএফআর (মংলা) ৩০৪.৪১ মাঃ ডলার হিসেবে ৬,৭৭২.৩০ মেঃটন সারের মূল্য ২০,৬১,৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ (১ ডলার ৭৫.১১ টাকা হিসাবে) ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯.৩৬ টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন কোন তাৎক্ষণিক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়।পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭৭২.৩০ মে. টন সারের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ বীমা বরাবর দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। ০৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে চলমান মামলার অগ্রগতির বিষয়ে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। বীমাদাবী আদায় ও মামলার অগ্রগতির বিষয়ে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারী ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -০২।

শিরোনাম: আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রি: হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানিকৃত টেলকম পাউডারের ক্রয়াদেশ এবং জাহাজী দলিল, পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।
- ২০০০(১০০০+১০০০) মেঃ টন টেলকম পাউডার যার সিএন্ডএফ মূল্য মার্কিন ডলার ১,৩৩,০০০ ও ১,৩৯,০০০ মূল্যে সরবরাহের জন্য মেসার্স সামি কর্পোরেশন, হাউস নং৫৯-৬/১ পশ্চিম রাজাবাজার, তেজগাঁও ঢাকাকে ২টি ক্রয়াদেশ নং পিওপি/৪৫৩৬ তারিখ ১৭/১০/১০ ও নং ৪৫৪৬ তারিখ ২২/১১/১০ খ্রিঃ প্রদান করা হয়।
- ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে টেলকম পাউডারের মান বিনির্দেশ উল্লেখ আছে। ক্রয়াদেশের ১৭, ১৮ ও ১৯ নং শর্তাবলীতে সরবরাহকৃত পণ্য মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং পণ্য পরিবর্তন করে পুনরায় নিজ খরচে সরবরাহ করা হবে মর্মে অঙ্গীকারনামা দেয়া হয়েছে।
- কেপিএম গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত টেলকম পাউডারের মান পরীক্ষা করা হয় যার ফলাফল নিম্নরূপ:

ক্রয়াদেশ নং ও তারিখ	**পণ্য সরবরাহের**		**আরএন্ডডি শাখার বৈশ্লেষণিক প্রতিবেদন**		
	তারিখ	পরিমাণ(মে:টন)	তারিখ	Loss on Ignition এর বিনির্দেশ	Loss on Ignition এর প্রাপ্ত ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬
পিও পি/ ৪৫৩৬ তা: ১৭/১০/১০	ডিসে/১০	৫০০.০০	২৭/১২/১০	সর্বোচ্চ ৪%	৩৩.১৪%
	জানু/১১	৫০০.০০	৩/১/১১	সর্বোচ্চ ৪%	৩৩.১৪%
পিও পি/ ৪৫৪৬ তা: ২২/১১/১০	মার্চ/১১	৫০০.০০	১/৩/১১	সর্বোচ্চ ৪%	৪০.৫০%
	মার্চ/১১	৫০০.০০			

- গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার বৈশ্লেষণিক প্রতিবেদনে loss on ignition সর্বোচ্চ ৪% এর স্থলে ৪০.৫০% হওয়ায় সরবরাহকৃত নমুনাকে টেলকম পাউডার নয় মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া মালামালগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা তা ব্যবহারকারী বিভাগ কর্তৃক ২দিনের মধ্যে জানানোর নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বিভাগ AKD sizing chemicals এর আওতায় তা ব্যবহার করে দীর্ঘ ৫ মাস পর আনুপাতিক হারে মূল্য কর্তন সাপেক্ষে মালামাল গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।
- ব্যবহারকারী বিভাগ ২৩-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে জমার পরও নির্দিষ্ট সময়ে মতামত না দিয়ে ১০-০৫-২০১১ খ্রি: তারিখে কর্তন সাপেক্ষে গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয় এবং কত টাকা কর্তন করতে হবে বলা হয়নি।
- অন্যদিকে পিওপি/ ৪৫৪৬ তারিখ ২২-১১-২০১০ খ্রি: এর ক্রয়াদেশের টেলকম পাউডারে Loss on Ignition মান বহির্ভূত হওয়ায় ব্যবহারকারী বিভাগ সমুদয় টেলকম পাউডার ব্যবহার অনুপযোগী বলে বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানায়।
- বাণিজ্যিক শাখা কর্তৃক কেপিএম/ আরএন্ডডি শাখার ০১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বৈশ্লেষণিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর ক্রয়াদেশের ১৭ হতে ১৯ নং শর্তাবলী অনুযায়ী মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও অগ্রহণযোগ্য টেলকম পাউডার বদলিয়ে পুনরায় সরবরাহ নেয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি।
- অন্যদিকে দীর্ঘ ০৬ (ছয়) মাস পর ব্যবহার অযোগ্য ও বাতিলকৃত টেলকম পাউডার ব্যবহারের জন্য ০১-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন (১) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহা ব্যবস্থাপক, এম টি এম (২) জনাব বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, (রসায়ন) (৩) জনাব গোলাম সরওয়ার, উপ প্রধান রসায়নবিদ, (৪) জনাব সেলিমুল হক, রসায়নবিদ ও (৫) জনাব মোঃ এমরান হোসেন, সহকারী হিসাব কর্মকর্তা। কমিটির সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে ৮-১০-১১ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল

করেন। ব্যবহার অযোগ্য ও বাতিলকৃত টেলকম পাউডার AKD sizing chemicals এর আওতায় ব্যবহারের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে।

- নিম্নমানের টেলকম পাউডার ব্যবহারের ফলে (১) AKD sizing chemicals অনুমোদিত হার অপেক্ষা বেশী ব্যবহার হয়েছে। (২) উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। (৩) উৎপাদন কম হয়েছে।
- টেলকম পাউডার (যার Loss on Ignition বিনির্দেশ এর মধ্যে ও বিনির্দেশ বহির্ভূত) ব্যবহার করে উৎপাদিত কাগজের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

বিবরণ	**Loss on Ignition অনুযায়ী টেলকম পাউডার ব্যবহার**		**পার্থক্য**
	৪%	৪০.৫০%	
১ মেঃ টন কাগজে ব্যবহার	০.৩৪৯ মেঃ টন	০.২৭৩ মেঃ টন	০.০৭৬
গড় অংশ %	১৪.৯৪	৯.৫৭	(-) ৫.৩৭
টেলকম পাউডার ৬০% (ওজন)	০.২০৯	০.১৬৪	(-) ০.০৪৫ মেঃ টন

- বর্ণিত ছক হতে দেখা যায় যে, loss on ignition ৪%এর তুলনায় ৪০.৫০% হওয়ায় টেলকম পাউডারের পরিমাণ অনেক কম ব্যবহার হয়েছে। ফলে কাগজ উৎপাদনে ওজনের পরিমাণ কম হয়েছে এবং উৎপাদনও কম হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন সময়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্ড্ব্যঃ

- বিনির্দেশ বহির্ভূত নিম্নমানের টেলকম পাউডার ব্যবহারের ফলে কাগজ উৎপাদন কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।
- উলি- খিত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথা সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ০১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে কারখানার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ড় কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আমদানিকৃত টেলকম পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে। জবাবের প্রতিউত্তরে ০৮-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে "গবেষণা ও উন্নয়ণ" শাখার বিশ্লষণমূলক প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানীকৃত রাসায়নিক টেলকম পাউডার না হওয় সত্বেও নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতিজনিত অর্থ আদায় কওে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ক্রয়াদেশের শর্তে সমুদয় মালামাল পরিবর্তন করে পুনরায় সরবরাহ করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩।

শিরোনাম : আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানিকৃত BLEACHED HARD WOOD KRAFT PULP (SHEET) এর পিওপি ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “খ” তে দেখানো হলো)
- ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে বর্ণিত পণ্যের স্পেসিফিকেশন বলা হয়েছে। ক্রয়াদেশের ১৩ নং শর্তে পিএসআই এজেন্টের করণীয় ও ১৩.৭ নং শর্তে পিএসআই ছাড়পত্র ছাড়া মালামাল জাহাজীকরণ করা যাবে না বলা হয়েছে।
- ক্রয়াদেশের ১৭ ও ১৯ নং শর্ত মোতাবেক সরবরাহকৃত পণ্য মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে উক্ত পণ্য বদলিয়ে বা পুনঃ স্থাপন করে দেবে মর্মে সরবরাহকারী সনদপত্র দিয়েছে।
- সরবরাহকৃত ১০৩৮.৯১৩ মেঃ টন পাল্প এর নমুনা কেপিএম/আরএন্ডডি শাখায় মান পরীক্ষা করা হয়। ২২-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বৈশ্লেষণিক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত পাল্পের Breaking length সর্বনিম্ন ৪৫০০(মিঃ) এর স্থলে ৩৬২৬ (মিঃ)। ফলে সরবরাহকৃত পাল্প Virgin pulp নয় মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে।
- নিম্নমানের পাল্প সরবরাহের জন্য ক্রয়াদেশে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- সরবরাহকৃত পাল্পে Breaking length কম থাকায় টেলকম পাউডারের ব্যবহারিক হার অনুপাতে ব্যবহার করা যায়নি। ফলে উৎপাদন কম হয়েছে ১৩৫.০৯১ মেঃ টন। প্রতি মেঃ টন ৭৯,২৪৬ টাকা। উক্ত হিসাব মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, খালাসকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হওয়ায় কোন তথ্য ব্যবহারকারী বিভাগ জানায়নি। উক্ত পাল্প কারখানায় ব্যবহার হয়েছে এবং কোয়ালিটি সনদপত্র পাওয়ার পর এমআরআর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আমদানিকৃত পাল্প ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত যা ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখ আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০৭-২০১২তারিখের প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আমদানীকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং pre-shipment inspection agent থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিআইসিকে পত্র লেখা হলেও পণ্য ব্যবহার করায় তা সম্ভব হয়নি। ১৮-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গেও নিকট হতে ক্ষতিজনিত অর্থ আদায়ের প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ল্যাব টেস্টের প্রতিবেদন মোতাবেক আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং এ বিষয়ে পিএসআই এজেন্টের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য পত্র লেখার পরও নিম্নমানের পাল্প ব্যবহারের কারণ যৌক্তিক নয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৪।

শিরোনাম: আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,২৯,০৩,২৫০ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ, পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ এবং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক ক্রয় সংক্রান্ত নথি, কার্যাদেশ, মালামাল গ্রহণ, প্রতিবেদন, বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত মালমাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,২৯,০৩,২৫০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “গ” তে দেখানো হলো)।

(ক) কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ

- ক্রয়াদেশ নং পিওপি /৪৫৪১ তারিখ ৬-১১-১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০.০০ মেঃ টন সুপার ক্রোম কীট এর সিএন্ডএফ মূল্য ইউরো ২০৭৯০.০০ বাংলাদেশী টাকায় ২০,৪৬,২৭২ টাকা মূল্যে সরবরাহ করার জন্য মেসার্স মিড ফার ইন্টারন্যাশনাল , খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রামকে ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়। ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে মালামালের মান বিনির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রয়াদেশের ১৭ নং ও ১৯ নং শর্তে উল্লেখ আছে সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে সেক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত পণ্য সরবরাহকারী নিজ খরচে পুনঃস্থাপন/বদলিয়ে দিবে মর্মে গ্যারান্টি সনদপত্র ও অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। এরূপ সনদপত্র শিপিং ডক্যুমেন্ট এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ক্রয়াদেশের ১৩.১৩ নং শর্তে উল্লেখ আছে পিএসআই এজেন্ট এর লিখিত ছাড়পত্র ব্যতীত পণ্য জাহাজীকরণ করা যাবে না।
- ক্রয়াদেশের ১৩.১ অনুযায়ী পিএসআই এজেন্ট মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইন্সপেকশন কোং পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ, প্যাকিং মার্কিং এবং বোঝাইকরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং পিএসআই সনদপত্র ইস্যু করবেন।
- মেসার্স মিড ফার ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ২/১১ মাসে ১০.০০ মেঃ টন সুপার ক্রোম কীট সরবরাহ করা হয়। উক্ত পণ্য ব্যবহার উপযোগী কিনা BUET & BCSIR ল্যাব কর্তৃক উক্ত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাদের ল্যাব প্রতিবেদনের ফলাফলে দেখা গেছে সরবরাহকৃত পণ্যগুলোর মান ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং উক্ত পণ্যগুলো ব্যবহারকারী বিভাগ কর্তৃক ব্যবহার অনুপযোগী।
- অদ্যাবধি ত্রুটিযুক্ত পণ্য সরবরাহের কারণে ক্রয়াদেশের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি /প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে ক্রয়াদেশের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা না নেয়ায় উক্ত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য ২০,৪৬,২৭২ টাকা এবং সিডি ভ্যাট ৪,১৮,২৫৫ টাকা ও অন্যান্য খরচ ৯,১১,৩৪৩ টাকা সহ সর্বমোট ৩৩,৭৫,৮৭০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(খ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ক্রয়াদেশ নং সিটি ৬০৩ তারিখ ২-৬-১০ এর মাধ্যমে মেসার্স চায়না গ্যাস এন্ড প্রটোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ চায়নাকে একটি 1st stage Evaporator Heater(731) সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয় ।
- M/S Continental Inspection co. এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি নং PUR-1, ২৮৯৩/২০০৯-১০/৩৩৫ তারিখ ০১-০২-২০১০ খ্রিঃ এর ৩ (২) নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ ইন্সপেকশন এর জন্য সম্পূর্ণ দায় -দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। উক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে এলসি নং ১২৭৮,১০০১,০১৭৯ তারিখ ২০-৬-১০খ্রিঃ এর বিপরীতে প্রাপ্ত মালামালের ইন্সপেকশন ঠিকমত না করায় Heater টি ব্যবহারযোগ্য নয় ।
- পণ্যটি ২২-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে কারখানায় আনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার অযোগ্য ও টেন্ডার শর্ত বহির্ভুত বলে মতামত দেন। অর্থাৎ Material Stainless Steel এর পরিবর্তে কার্বন স্টীল সরবরাহ করা হয়।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্মারক নং কস/২.৩৯৯/০৯-১০/২২০৭ তারিখ ২৩-৮-১১ খ্রিঃ ও নং -৬৫ তারিখ ২৫-১০-১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বাবদ ইউএস ডলার ৪১,০০০ যা ৩০,৭৫,০০০ টাকা(প্রতি ডলার ৭৫ টাকা হিসেবে) ও সিডি ভ্যাট ও অন্যান্য কর বাবদ ৩,০০,০০০ টাকাসহ মোট ৩৩,৭৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

(গ) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ক্রয়াদেশ সিটি নং-২৩৭৭/৬৪৫ তারিখ ২৪-৪-১০খ্রিঃ এবং এলসি নং-১২৭৪১০০১০১৫০ তারিখ ১৬-৫-১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১ সেট টিউব বান্ডল Assembly with shell including end covers(complete unit) for

RTB Ammonia Condenser মাঃ ডলার (US$) ৮৮৩৯৬.২৬ প্রতি ডলার ৬৯.৬০ টাকা হিসাবে সমপরিমাণ টাকা ৬১,৫২,৩৮০ পরিশোধ করে আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ দেওয়া হয়।

- কিন্তু Specification অনুযায়ী মাল আমদানি না হওয়ায় অর্থাৎ Stainless Steel এর পরিবর্তে Carbon steel আমদানি সরবরাহ নেওয়ায় কারখানাটিতে উহা ব্যবহার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে উক্ত মালামাল আমদানির লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে শুধু মালের Cost & Freight বাবদ ৬১,৫২,৩৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; যা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) BCSIR (Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research) Lab রির্পোটের ভিত্তিতে ব্যবহারকারী বিভাগ এর মতামত উল্লেখ করে সরবরাহকারী ও পিএসআই কোং কে ক্ষতিপূরণ প্রদান/ পুনঃ সরবরাহের জন্য পত্র লেখা হলে উভয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। (খ) ভুল ইন্সপেকশন এর কারণে আমদানিকৃত 1st stage Evaporator Heater টি ব্যবহার করা যাবে না মর্মে বিভাগীয় মতামতের প্রেক্ষিতে সংস্থার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী M/S Continental Inspection co.Dhaka হতে টাকা কর্তনের জন্য পত্র দেয়া হয় । (গ) আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় এমআরআর হয়নি। Pre-shipment Inspection (PSI) এর ক্রয়াদেশ Specification অনুযায়ী পরিমাণ, গুণগত মান প্রভৃতি সঠিক আছে মর্মে Certificate এর ভিত্তিতে সরবরাহকারীকে L/C Payment দেয়া হয় এবং Consignment টি কারখানায় নিয়ে আসা হয়। সরবরাহকৃত মালটি Stainless steel এর পরিবর্তে Carbon steel হওয়ায় No Commercial value তে উক্ত একসেট Tabe bundle Assembly প্রতিস্থাপন করে দেয়ার জন্য বারবার পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- (ক) ব্যবহারকারী বিভাগ উক্ত পণ্য BCSIR (Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research) Lab. Dhaka. এর টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। (খ) সংশ্লিষ্ট ইনস্পেকশন এজেন্সী কর্তৃক Pre-Shipment and Post Landing Inspection যথাযথ হলে উক্ত ক্ষতি সাধিত হতো না। (গ) PG অদ্যাবধি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি এবং মালামাল Replacement হয়নি। কাজেই উক্ত টাকার ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-২০১২ খ্রিঃ, ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং ২২-০২-১২ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, (ক) BCSIR Lab এর রিপোর্ট এবং বিসিআইসি কর্তৃক নিয়োগকৃত এজেন্ট এর জয়েন্ট সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক টেস্ট করে ক্রয়াদেশের বিনির্দেশ মোতাবেক পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী বিভাগ পুনরায় একই পণ্য BCSIR Lab এ টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। (খ) আমদানীকৃত কাঁচামাল PSI সম্পন্ন হওয়ার পর ইউএফএল সাইটে পৌছায়। ব্যবহারকারী বিভাগ গুণাগুণ যাচাইকালে উক্ত পণ্য ত্রুটিযুক্ত পান এবং অব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হয়। ব্যবহার অযোগ্য উক্ত মালামাল অদ্যাবধি Replacement না হওয়ায় জবাব সন্তোষজনক হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- আলোচ্য ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি ৭০,৭৯,০৭৯ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ভাড়া আদায় রেজিষ্টার ও ভাড়া চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি ৭২,০৩,৬৪০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ঘ” তে দেখানো হলো)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১১-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত এসআরও নং-১০৫-আইন/২০০৯/৫১৩ মূসক অনুযায়ী স্থান/স্থাপনা ভাড়া মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদেয় এবং এসআরও নং-০৯ আইন/২০১১/৫৮৩-মূসক তারিখ ০৯-০১-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত ভ্যাটের হার ৯% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তথা বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাড়া গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ভাড়ার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ করার দায়িত্ব ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের। যেহেতু বিসিআইসি মূসক আইনে নিবন্ধিত নয়,তাই ভাড়াটিয়ার নিকট হতে মূসক আদায় করার দায়িত্ব বিসিআইসি’র উপর বর্তায় না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র (৪-৯-২০০৯ খ্রিঃ) অনুযায়ী ভাড়ার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। পত্র প্রেরণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। বর্ণিত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী ইজারা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে এবং ইজারা মূল্য গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব উৎসে আদায়ে ব্যর্থ হলে ইজারা মূল্য হতেই তা নির্ধারিত সময়ে সরকারী কোষাগারে পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-১১-২০১১খ্রিঃতারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ২৯-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ০৪-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে ক্ষতির সম্পুর্ন অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ক্ষতির অর্থ আদায়ের কোন প্রমাণক অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতির অর্থ অতি সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনামঃ বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ৮,০৫,৯৫,৫৪৪ টাকা।

বিবরণঃ

যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি,জামালপুর এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ , পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব গত ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ওভারটাইম রেজিষ্টার, বিল এবং পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ২,০৫,৫৬,৫০৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ঙ” তে দেখানো হলো।)
- জাতীয় সংসদের ৯ম সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬১তম সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ৮(খ) অনুযায়ী ডাউন টাইমের সাথে জড়িত/উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রমিক ব্যতীত কোন কর্মচারী অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবে না। যারা অধিকাল ভাতা প্রদান করেছেন তাদের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করার জন্য বলা হয়েছে।
- শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১০২ (২০) অনুযায়ী কোন শ্রমিক দ্বারা মূল কাজ সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী করানো যাবে না এবং অধিকালসহ ঐ শ্রমিক দ্বারা সর্বোচ্চ ৬০ ঘন্টা কাজ করানো যাবে এবং ধারা ১০৮ অনুযায়ী অধিকাল সময়ের জন্য মূল মজুরীর দ্বিগুণ হারে অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবেন। উক্ত ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের সপ্তাহে (৬০-৪৮) ১২ ঘন্টা ওভারটাইম প্রদান করা যাবে। সেই হিসাবে মাসিক ৫২ ঘন্টা বছরে ৬২৪ ঘন্টার বেশী কোন শ্রমিক ওভারটাইম প্রাপ্য হবেন না।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-৮৮ তারিখের স্মারক নং-শিল্প/স্ব/ম-অডিটসেল ১০/১২/৮৮-৭২২(৯) এর অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক শ্রমিক কর্মচারীগণকে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না। কিন্তু নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায়;

(ক) **যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ**

- একজন শ্রমিককে মাসিক ৫২ ঘন্টার পরিবর্তে ফেব্রুয়ারী’১০ মাসে সর্বোচ্চ ২৪০ ঘন্টা এবং সর্বনিম্ন ১৯৬ ঘন্টা পর্যন্ত সময়ের অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় তার পত্র নং-সূত্র ৩৬.০১৯.০১৮.০২.০৮.০১১০.২০০৭ তারিখ ১২-৪-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে অধিকাল ভাতা বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু জেএফসিএল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১০২(২) এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত আইনানুগ অধিকাল ভাতা বাজেট বরাদ্দ ১,৩৪,৯৯,৬৬৭ টাকার পরিবর্তে ৪,৮৫,১৪,৮৩২ টাকা প্রদান করায় অতিরিক্ত ৩,৫০,১৫,১৬৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ঙ-১” তে দেখানো হলো।)

(খ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-৮৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-শিল্প/স্ব/ম-অডিটসেল ১০/১২/৮৮-৭২২(৯) এর অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক শ্রমিক কর্মচারীগণকে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না।এ ক্ষেত্রে তার অধিকাল ভাতার হার মূল বেতনের ২৫%।
- কারখানার ১জন শ্রমিক ৬দিন কাজ করার পর ১দিন রেস্ট পান, সেই হিসাবে মাসিক কর্মদিন (৬÷৮) ×৩০ বা ২২.৫দিন এবং বাৎসরিক (অর্জিত মেডিকেল, সরকারী ও অন্যান্য) ছুটি ৬২ দিন হিসাবে মাসিক ছুটি (৬২÷১২) বা ৫.২ দিন। এমতাবস্থায় একজন শ্রমিক মাসিক কাজ করে (২২.৫-৫.২) বা ১৭.৩ দিন অর্থাৎ (১৭.৩ ×৮ ঘন্টা) বা ১৩৮ ঘন্টা।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪০৮জন অনুমোদিত শ্রমিক হতে ২৬৬.১৫ কর্মদিবসে (উৎপাদন/ডাউন টাইম) দৈনিক ৮ঘন্টা হিসাবে মোট কর্মঘন্টার প্রয়োজন ৮,৬৮,৭১৪ কর্মঘন্টা।
- নিয়োজিত ৩৭২জন শ্রমিক হতে ২৬৬.১৫ কর্মদিবসে মাসিক ১৩৮ নীট কর্মঘন্টা হিসাবে প্রাপ্ত কর্মঘন্টা ৬,১৬,০৩২ ।এক্ষেত্রে ঘাটতি কর্মঘন্টা (৮৬৮৭১৪-৬১৬০৩২)=২৫২৬৮২।

- অতিরিক্ত পরিশোধিত অধিকাল ঘন্টা (৪,৯০,২৬৬-২,৫২,৬৮২) ২,৩৭,৫৮৪ ঘন্টা। প্রতি ঘন্টা অধিকাল ভাতার গড় হার ৬২.৮২ টাকা হিসাবে শ্রমিকগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য (২,৩৭,৫৮৪ ঙ৬২.৮২)।
- পরিশিষ্ট অনুযায়ী কর্মচারীগণকে পরিশোধিত অধিকাল ভাতা ১,১৪,৪৯,৭৯৭/- টাকা, যা প্রাপ্য নহে।
- শ্রমিক ও কর্মচারীগণের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য ২,৬৩,৭৪,৮২৪ (১,৪৯,২৫,০২৭+১,১৪,৪৯,৭৯৭) টাকা। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংশোধিত অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,০৭,৫৬,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঙ-২"** তে দেখানো হলো।)

(গ) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক

- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ঢাকা এর পত্র নং .০২৩.২০১১.০৮৫০ তাং- ০৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তে উল্লেখ করা হয় যে, ০৮-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে অনুষ্ঠিত বাজেট আলোচনা সভায় সংস্থার ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় বাজেটের উপর বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাবিত বরাদ্দের কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের পর ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ কারখানার স্থায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকাল ব্যয় (Overtime) নির্বাহের জন্য ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে অধিকাল ব্যয় খাতে ১১৯.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া হয় এবং কোনক্রমেই অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়।
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের অধিকাল ভাতা বাবদ মোট ১০,২৪,২৩৫ টাকা, কর্মচারীদের মোট ৫৩,৭০,৮২৩ টাকা এবং শ্রমিকদের মোট ২,১৬,২০,৪০০ টাকাসহ সর্বমোট ২,৮০,১৫,৪৫৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকারী/সংস্থার নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ১,৬০,৫৩,৪৫৮ (২,৮০,১৫,৪৫৮ – ১,১৯,৬২,০০০) টাকা। অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের ৪২.৭০% অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় ওভারটাইম রেজিষ্টার, বিল এবং পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী হতে দেখা যায় যে,
- অনিয়মিত এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ২/৩ গুণেরও বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৩১,৫২,০৫৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপিত কার্যবিবরণীতে জুলাই/২০১০– জুন/২০১১ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ওভারটাইমভোগী ১০ জন শ্রমিক এবং ১০ জন কর্মচারীর তালিকা অনুযায়ী তাদের মূল বেতনের পরিমাণ ছিল ১৭,৪৫,৫৬৩ টাকা। তাদেরকে অধিকালভাতা বাবদ ৪৮,৯৭,৬২০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । অর্থাৎ তাদেরকে মূল বেতনের অতিরিক্ত ৩১,৫২,০৫৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঙ-৩"** তে দেখানো হলো।)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানান যে, (ক) শ্রম আইন ২০০৬ এর ১০২(২) ধারা অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। (খ) জবাবে উল্লেখ করা হয় কারখানা দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা চালু থাকে। অনুমোদিত সেট আপ অপেক্ষা ৬০জন শ্রমিক ঘাটতি আছে যা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত । (গ) সেট আপের বিপরীতে শ্রমিক/কর্মচারী কম থাকায় অধিকাল কাজের সাহায্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেট আপ অনুযায়ী লোকবল থাকলে অধিকাল কাজের প্রয়োজন হতো না। (ঘ) ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শ্রম আইন এবং বিসিআইসি'র নির্দেশনা লংঘন করে অতিরিক্ত অধিকালভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (ক) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়।পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। যথা সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় সেট আপের তুলনায় শ্রমিকের অপ্রতুলতার কারণে পালার কেউ ছুটি নিলে অন্য শ্রমিক ৮ঘন্টা পালার ভিত্তিতে অধিকালে নিয়োজিত হন। উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যাধুনিক ও জটিল বিধায় কোন শ্রমিকের পদ খালি রেখে

পালা চালানো বিপদজনক। অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ এর ১০২(২) ধারা লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

- (খ) উক্ত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়।পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সঠিক সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কর্মচারী সেট-আপের চেয়ে কম থাকায় প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক জরুরী কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর মাধ্যমে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (গ) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব যথাসময়ে না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পুরানো কারখানাটির যে কোন ইউনিট যখন তখন বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক উৎপাদন বিপণন সচল করতে হলে অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত রাখতে হয়। শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (ঘ) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখ পূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২৫-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব যথাসময়ে না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কারখানাটি দীর্ঘদিনের পুরাতন বিধায় প্রতিনিয়ত যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে দক্ষ লোকবল দ্বারা কারখানা চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকবল দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয়। ১৮-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তওে শ্রম আইন ২০০৬ এর কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না বরং তা যথাযথ পালন করতঃ দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে অধিকাল ভাতা পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭।

শিরোনাম ঃ জাতীয় বেতন স্কেল -২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি ৫৯,৬৫,৩৯৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতা রেজিষ্টার, বাড়ী ভাড়া স্লাব রেজিষ্টার, বাড়ী ভাড়া কর্তন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জাতীয় বেতন স্কেল -২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্লাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি ৫৯,৬৫,৩৯৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " **চ** " তে দেখানো হলো।
- জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া আগের তুলনায় ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে যা ১লা জুলাই, ২০১০ হতে কার্যকর। সে অনুসারে হাউজ রেন্ট স্লাব ১লা জুলাই, ২০১০ হতে পূর্বের তুলনায় ৬০% বৃদ্ধি করে কর্তন করার কথা। কিন্তু উল্লিখিত কারখানা ২টি ১লা জুলাই, ২০১০ হতে হাউজ রেন্ট স্লাব বৃদ্ধি না করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লেখ্য, হাউজ রেন্ট স্লাব বৃদ্ধির বিষয়ে ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ এ আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্লাব বৃদ্ধি না করায় ক্ষতি ২৯,৬৭,৮১০ টাকা। অনুরূপভাবে ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এ ক্ষতি ২৯,৯৭,৫৮৬ টাকা। ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ(২৯,৬৭,৮১০ + ২৯,৯৭,৫৮৬) বা ৫৯,৬৫,৩৯৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ-১, চ-২ " তে দেখানো হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ কার্যকরী হওয়ার পরে শ্রমিক কর্মচারীদের হাউজ রেন্ট স্লাব বৃদ্ধির বিষয়ে বিসিআইসি অত্র কোম্পানীকে কোন নির্দেশনা দেয়নি বলে আনুপাতিক হারে হাউজ রেন্ট স্লাব বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ কার্যকর হওয়ার সংগে সংগে হাউজ রেন্ট স্লাব বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। তাছাড়া এসংক্রান্ত ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনায় রয়েছে।
- উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় মজুরী কমিশন ২০১২ বাস্তবায়িত হলে হাউজরেন্ট স্লাব বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। ১৮-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে অবিলম্বে করে হাউজরেন্ট স্লাব বৃদ্ধি করে জুলাই/২০১০ থেকে কার্যকর করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুসারে বর্ধিত হারে বাড়ী ভাড়া প্রদান করলেও স্লাব হার অপরিবর্তিত থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক হাউজ রেন্ট স্লাব দ্রুত বৃদ্ধিসহ ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ ৪,০১,৭০,৫৯৫ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।

বিবরণ ঃ

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সরবরাহকারী/ঠিকাদার, অগ্রিম, ক্রয় ও খরচ অগ্রিম, বেতন অগ্রিম, শ্রমিকদের মঞ্জুরী অগ্রিম এবং অন্যান্য অগ্রিম রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ ৪,০১,৭০,৫৯৫ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন ঢাকা এর স্মারক নং-হিসাব/প্রকসা/৮১২(৪)/১৮ তাং-১৩-৯-১৯৯২ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক, ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণকে কোন প্রকার অগ্রিম প্রদান করা যাবে না এবং ক্রয় বেতন ও শ্রমিকের মজুরী খাতে প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সত্বর আদায় করতে হবে ।
- আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, উক্ত আদেশ উপেক্ষা করে ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণকে ক্রয় বাবদ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বেতন, মজুরী ও অন্যান্য খাতে অগ্রিম প্রদান করে। এ খাতে দীর্ঘদিন যাবৎ ২,৪৮,৮৮,৭২২ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে।
- ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃপক্ষ বিসিআইসি'র নির্দেশনা উপেক্ষা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা বেতন অগ্রিম হিসাবে প্রদান করেছে যা আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- ফলে বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ (২,৪৮,৮৮,৭২২+১,৫২,৮১,৮৭৩) বা ৪,০১,৭০,৫৯৫ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দূরীকরণের স্বার্থে অগ্রিম প্রদান করতে হয়েছে। তবে এই অগ্রিম ঠিকাদারের বিল হতে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হতে প্রতি মাসে কর্তন করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। (খ) মজুরী কমিশন ২০০৯ এর বিপরীতে সিবিএ-র দাবীর প্রেক্ষিতে কারখানার শ্রমিকদেরকে অগ্রিম দেয়া হয়েছে। যা বেতন অগ্রিম হিসাবে লেজারভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত টাকা মজুরী কমিশন ২০০৯ বাস্তবায়নের পর সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিসিআইসির আদেশ লংঘন করে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে বা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারী পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । ১৮-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে অবশিষ্ট টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অগ্রিমের সমুদয় টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চদরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোঃ লিঃ রাঙ্গাদিয়া , চট্টগ্রাম এর ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ড় এবং বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের হিসাব ০৩-০৫-২০১২ খ্রি: হতে ০৭-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে ফসফরিক এসিড ক্রয় সংক্রান্ড় নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখের আহ্বানকৃত দরপত্র ও ০৭-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমুহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চদরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট “ **জ**” তে দেখানো হলো।
- ২৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন ঠিকাদার মেসার্স Agro industrial input Dhaka ,principal:M/S Wilson industrial Trading pvt .Ltd. সিংগাপুর দাখিলকৃত দরপত্রে প্রতি মেট্রিক টন ফসফরিক এসিডের মূল্য ১১৪৭.১৭ ডলার দেখায় ।
- বিসিআইসির বোর্ড সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী ফসফরিক এসিড State to State ক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় ২৫/০৩/০৮ খ্রিঃ তারিখের আহবানকৃত দরপত্র ও ০৭/০৫/০৮খ্রিঃ তারিখের উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে ।
- পরবর্তীতে State to State ফসফরিক এসিড ক্রয় করা হয়নি । ০৩-০৫-০৮খ্রিঃ তারিখের পুনঃটেন্ডার এ ০৩(তিন)টি দরপত্র পাওয়া গেছে । তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স Poton trader ,Dhaka এর নিকট হতে ১০০০মেট্রিক টন ১৩৩৫ ডলারে ক্রয় করা হয়েছে।এছাড়াও ১৮-০৬-০৮খ্রিঃ Shab international Dhaka : M/S Wilson industrial Trading pvt .Ltd. সিংগাপুর এর নিকট হতে ১০০০০+১০০০০মে.টন করে প্রতি এসিডের মূল্য যথাক্রমে ১২৭৩.৩৭ ও ১২৬২.৮৭ ডলারে ক্রয় করা হয়েছে । যা পরবর্তী ০৭-০৫-০৮ খ্রিঃ উন্মুক্তকৃত দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন ১১৪৭.১৭ ও সর্বনিম্নদর ১১৪৭.১৭ ও সর্বশেষ ক্রয়দর ৭৪৪.০৭ ডলারের চেয়ে বেশি ।
- এক্ষেত্রে ,সংস্থা এক্স ফ্যাক্টরী মূল্য ও উৎপাদন খরচের ব্যাপক তারতম্য,আর্থিক সংকট ,অতিরিক্তি ডিএপি সারের মজুত ,সারের মৌসুম (Pick -hour)ইত্যাদি বিষয়াবলি এড়িয়ে শুধুমাত্র উৎপাদনের স্বার্থে অতি উচ্চদরে এসিড ক্রয়ের প্রস্ড়াব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্রয় কমিটি হতে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত নিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডার অতি উচ্চদরে এসিড ক্রয় করে সরকারের ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উৎপাদনের স্বার্থে উচ্চদরে এসিড ক্রয়ের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে। অথচ বিগত ০৬(ছয়) মাসের এসিডের ব্যবহার পর্যালোচনা করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় এসিড কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা পরিলক্ষিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ফসফরিক এসিড ক্রয় সংক্রান্ড় দরপত্র থেকে এলসি খোলা পর্যন্ড় যাবতীয় কাজ বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের ক্রয় শাখা কর্তৃক সম্পাদন করে থাকে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হয়নি । কারণ উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমুহ কেন বাতিল করা হয়েছিল এই সম্পর্কে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনসহ বাস্তবভিত্তিক জবাব সংগ্রহ করে জবাব প্রদান করা হয়নি । একদিকে ব্যবহার অনুপাতে এসিড কেনা হয়নি অন্যদিকে উন্মুক্তকৃত দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে বেশি দামে এসিড ক্রয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ: তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় উক্ত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় নিম্নতম দরদাতার দর বিবেচনা করার কোন সুযোগ ছিল না।ফলে বিসিআইসি’র সর্ব্বোচ্য সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী কর্তৃপক্ষ বিসিআইসি বোর্ডে আলোচিত ফসফরিক এসিড আমদানীর জন্য রি-টেন্ডার আহবান করার সিদ্ধান্ত প্রদান কলে। ০৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ

তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে পুনঃ টেন্ডারে গিয়ে বেশী দামে এসিড ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতিকৃত ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০ ।

শিরোনামঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান উপেক্ষা করে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে W.P.P ব্যাগ সরাসরি ক্রয় করায় ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া ,চট্টগ্রামের ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে স্থানীয় ক্রয় আদেশ নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- খোলা দরপত্র আহ্বান না করে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে W.P.P ব্যাগ ইনার সহ ক্রয় করায় ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ডিএপি -১ এর চাহিদা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে যৌথ প্রকল্প মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে W.P.P ব্যাগ সংগ্রহ করা হয়।
- বিসিআইসির ক্রয় আদেশ নং পার ১.২৭৮৯/২০০৭-০৮/সিটি -২৫১১(এল) /৩১৯০ তারিখ ০৬-১১-০৭ খ্রিঃ মাধ্যমে উক্ত কোম্পানী হতে ৯.৩২ লক্ষ (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার) পিস প্রতি ৩০.৫৪ টাকা দরে ক্রয় করে ২৮,৪৭,২,৩৬৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে ক্রয়াদেশ নং সিটি-২৬১৫(এল) তারিখ ০১/০৬/০৮ খ্রিঃ এর বিপরীতে দেখা যায় যে, W.P.P ব্যাগের চাহিদা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহ্বান করা হলে ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর প্রতি পিস ২৬.৪৫ টাকা সর্বনিম্ন দর বিবেচিত হওয়ায় ১৮.৫০ লক্ষ (আঠার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পিস ব্যাগ উক্ত কোম্পানীর নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে।
- ক্রয় নীতিমালা বিধি ৭৪(১) অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান এড়াইবার বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না।
- আলোচ্য প্রতিষ্ঠান পিপিআর বিধি ৭৪(১) ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিটি-২৫১১(এল) তাং ০৬/১১/০৭খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রতি W.P.P ব্যাগ ৩০.৫৪টাকা দরে ৯.৩২ লক্ষ (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার) পিস ব্যাগ উন্মুক্ত দরপত্র ছাড়াই সরাসরি মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ হতে ক্রয় করায় বাজার মূল্যের চেয়ে তাকে (৩০.৫৪-২৬.৪৫) বা ৪.০৯ টাকা হারে প্রতি পিস ব্যাগে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সর্বমোট (৯,৩২,০০০ x ৪.০৯) বা ৩৮,১১,৮৮০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- এ ছাড়া নবম পি এ কমিটির সিদ্ধান্ত আছে এ প্রতিষ্ঠান হতে কোন পন্য ক্রয় করা যাবে না ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, W.P.P (Wouven poly prophyline) ব্যাগ সংক্রান্ত কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এলসি খোলা পর্যন্ত যাবতীয় ক্রয় শাখা হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হয়নি। কারণ দেখা গেছে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দরের সাহায্যে কম দামে W.P.P ব্যাগ সরবরাহ নেওয়া হয়েছিল ।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় শেয়ার হোল্ডার চুক্তি ও যৌথ প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী মিরাকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর উৎপাদিত পলি প্রোপাইলিন ব্যাগ সংগ্রহে বিসিআইসি ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ০৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে ক্রয় নীতিমালা লঙ্গন কওে W.P.P ব্যাগ ক্রয় করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতিকৃত ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না হয়ে পলিথিন পিলেটস আমদানী করে মূলধন আটক হওয়ায় ক্ষতি ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।

বিবরণ ঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া ,চট্টগ্রামের ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে পলিথিন প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম ও পিলেটস সংগ্রহের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পলিথিন প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস আমদানী করে চলতি মূলধন আটক জনিত ক্ষতির পরিমাণ ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।
- স্থাপিত পলিথিন প্ল্যান্ট কমিশনিং (চালু) করার জন্য ইউএফএফএল ও সিইউএফএল হতে ২মে.টন পিলেটস সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পলিথিন প্ল্যান্টের লগ বহি হতে দেখা যায় যে,০৭-০৯-০৬খ্রিঃ হতে ১৭/০৯/০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত কমিশনিং কাজে ১২.৪২মে.টন পলিথিন প্ল্যান্ট ১৭-০৯-০৬ খ্রিঃ হতে নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
- স্থাপিত পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ৯.৯৮মে.টন পিলেটস মজুত থাকা অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বিকল প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বিসিআইসির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ ডিএপিএফসিএল এর জন্য ক্রয়াদেশ নং হতে প্রতি মে.টন সিএন্ডএফ মূল্য ১৩৭৭ ডলার দরে ৬০ মে.টন পলিথিন পিলেটস সংগ্রহ করে।
- আমদানীকৃত ৬০মে.টন পিলেটস হতে ডিএপিএফসিএল এর জন্য ৫১.৭৫০মে.টন পিলেটস প্রেরণ করা হয়েছে। যার এস.আর আর নং ০৯৮০ তাং০৮-০২-১০খ্রিঃ।
- বিকল পলিথিন প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাবকারী ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য।
- আমদানীকৃত পিলেটস এর মূল্য ৪৯,৪৫,৪২৬ টাকা(৫১.৭৫০×১৩৭৭ডলার×৬৯.৪০)। মূলধন আটকজনিত ব্যাংক সুদ ১০% হিসাবে ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সাধারণ ঠিকাদার /ভেন্ডার কর্তৃক কমিশনিং করা সম্ভব হয়নি , তবে বন্ধ প্ল্যান্ট চালু করার জন্য বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮-০৪-০৯খ্রিঃ তারিখে ৮(আট) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ ধারণা করে প্ল্যান্ট চালু করা যাবে তাই পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ক্রয়ের পরে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়নি। বর্তমানে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক হয়নি। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮-০৪-০৯খ্রিঃ তারিখে গঠিত কমিটির রিপোর্ট ছাড়াই কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ প্ল্যান্ট চালু হবে ধারণার উপর ভিত্তি করে পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ পূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়।০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় বন্ধ প্ল্যান্টটি চালু করার জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে যান্ত্রিক ত্রুটি সমাধান করে দ্রুত প্ল্যান্টটি চালু করা যাবে। উল্লিখিত কারিগরি কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে প্ল্যান্টের কিছু সমস্যা চিহ্নিত করতে সমর্থ হলেও প্রয়োজনীয় Spare parts এর List প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। ০৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ সদস্যের কমিটির রিপোর্ট ছাড়াই কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ প্লান্ট চালু হবে ধারণার উপর ভিত্তি করে পলিথিন পিলেট্স ক্রয়ের প্রস্তাব করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়রিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে প্রদত্ত ঋণের সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা হয়নি।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮–২০১১ সনের হিসাব ১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে চুড়ান্ড় হিসাব ,সাবসিডিয়ারী লেজার, ঋণের নথি ও সংশি- ষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়রিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ'কে প্রদত্ত ঋণের সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা হয়নি।
- চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ ও সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ' এর মধ্যে ১৫/০৫/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি অনুসারে সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে ৫কোটি টাকা ৮.৫% সুদে ৮কিস্ড়িতে পরিশোধের শর্তে চেক নং-০০১৮৫৮ তাং ১৫/০৫/১৯৯৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়।
- বিসিআইসি কার্যালয়ের ০৬/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-হিসাব /বাঃনিঃ(সাধারণ)/৩০৯/৩৩৬ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সরকারী সিদ্ধান্ড়ক্রমে ৩০/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স নিটল মোটর্স এর নিকট ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়র করা হয়েছে।
- নথিপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ' এর মধ্যে ১৫-০৫-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহণের পর হতে ঋণ চুক্তির শর্তানুসারে কোন কিস্ড়ি পরিশোধ করেনি । আবার প্রতিষ্ঠানটি ০৬-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়র করা হলেও সিইউএফএল এর পাওনা সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা অদ্যাবধি আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন আটক হয়ে আছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এ ব্যাপারে সংস্থাকে কয়েকবার পত্র দেয়া হয়েছে। আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

জবাব সন্ড়োষজনক নহে । কারণ প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়রের সময় পাওনা টাকা আদায় করা উচিত ছিল। উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিঃ বিক্রয়ের সময় আন্ড়ঃ প্রকল্প খাতে সমস্ড় দায় দেনা বিসিআইসি কর্তৃক পরিশোধ/গ্রহণ করার সিদ্ধান্ড় থাকলেও তা অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি। ০৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের সময় পাওনা টাকা আদায়যোগ্য ছিল বিধায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা সমীক্ষা করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা কাজ করানোর পর উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ৯,০০,০০,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ ,রাঙ্গাদিয়া ,আনোয়ারা ,চট্টগ্রাম এর ২০০৮-১১ সালের হিসাব ১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে কারখানার স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা এবং কারখানার আয়ুস্কাল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ড় রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ,

- পিপিআর /২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পাবার নিমিত্ত সমীক্ষা কাজ করানো এবং উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ৯,০০,০০,০০০ টাকা।
- পিপিআর/২০০৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর অংশ-১ এ বর্ণিত বিধি ৪(৮) এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় এর অংশ-২ এ বর্ণিত বিধি-১৩৩ অনুযায়ী পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যোগ্য পরামর্শক সেবা নির্বাচনপূর্বক ক্রয় করতে হবে। পরামর্শক সেবা কোন আইটেম নয় বিধায় এটিকে প্রপ্রাইটরী আইটেম হিসাবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই ।
- কারখানা কর্তৃপক্ষ পিপিআর /২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই সরাসরি মেসার্স টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের সাথে “ Techno-economic feasibility study for sustaining roted production capacity and plant life extension” বিষয়ক সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে DPP প্রস্তুতের জন্য ২৬-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৯,০০,০০,০০০ টাকার চুক্তি করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী সমীক্ষা সম্পন্ন করে ২৪-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে Final study report দাখিল করেন। সমীক্ষা রিপোর্টে কি কি যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য, যন্ত্রাংশগুলির প্রাক্কলিত মূল্য এবং তা প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।
- TEC কর্তৃক দাখিলকৃত Final study report ’কে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে রেখে নির্বাচিত ১৬টি আইটেম প্রতিস্থাপনের জন্য নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করে সেগুলি প্রতিস্থাপনে আইটেম ভিত্তিক ও মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরী করে দেয়ার জন্য সিইউএফএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০২-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে TEC বরাবর প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হয়।
- সিইউএফএল এর প্রস্ড়াবের জবাবে TEC তাদের ০৭-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানান যে, Final study report এ বর্ণিত প্রতিস্থাপনযোগ্য যন্ত্রাংশের মূল্য হার প্রাক্কলনের পর থেকে ইতিমধ্যে ১ বছর ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই প্রতিস্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতির প্রাক্কলিত পূর্বের মূল্য হার এখন আর বহাল বা কার্যকর নেই। তারা নতুনভাবে প্রস্ড়াবিত কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য নতুনভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণপূর্বক নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের জন্য প্রস্ড়াব দেন।
- এতে প্রতীয়মান হয় যে , TEC কর্তৃক দাখিলকৃত Final study report মোতাবেক উলি-খিত কার্যাদি সম্পাদন না করায় ৯,০০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এ ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব অসম্পূর্ণ । উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় শিল্প মন্ত্রনালয় ও বিসিআইসির সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী Rehabilitation প্রকল্প সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্ড়বায়ন হতে পারে। যে কোন আন্ড়র্জাতিক মান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা Rehabilitation প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করার উপায় আছে। তাই Techno-Economic Feasibility Study Report টি কোন অবস্থাতে অকার্যকর বলা যুক্তিসংগত নহে। ০৫-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে TEC কর্তৃক দাখিলকৃত Final Study Report মোতাবেক কার্যাদি সম্পাদন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনামঃ লোকাল জেটির ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত /পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত দরপত্র বহির্ভূত এবং অতিরিক্ত কাজ প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ ,রাঙ্গাদিয়া ,আনোয়ারা ,চট্টগ্রাম এর ২০০৮-১১ সালের হিসাব ১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে নগদান বহি ভাউচারসমূহ ,সিইউএফএল লোকাল জেটির মেরামত/ পুনঃ নির্মাণ সংক্রান্ড় নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প-্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Design ,Drawing and Estimate থাকা সত্ত্বেও Non-Tender and Additional item এর মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজ দেখানোর ফলে প্রতিষ্ঠানের ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিইউএফএল লোকাল জেটির মেরামত/ পুনঃ নির্মাণ কাজের কার্যপরিধি ও প্রাক্কলন নির্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সিইউএফএল বোর্ড এবং বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে Expression of Interest(EOI) আহ্বানপূর্বক সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প-্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট'কে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- উক্ত জেটি মেরামত/পুনঃ নির্মাণের জন্য নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট কর্তৃক ড্রয়িং ডিজাইন সম্বলিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪,৬৪,১৪,৮২৫ টাকা যা পর্ষদ সভায় অনুমোদন হয় এবং দরপত্র আহ্বান করা হয়। পিপিআর -২০০৮ মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হলে ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি দরপত্র প্রাক্কলিত মূল্য থেকে বেশী ছিল। তন্মধ্যে মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃ ছিল সর্বনিম্ন দরদাতা ।
- কোম্পানী বোর্ডের ২৭০তম সভায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকাল জেটি পুনঃ নির্মাণ করার জন্য প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃকে ৫,৪৯,৮২,৮৫৮ টাকার কার্যাদেশ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।
- কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদার কাজ আরম্ভ করে সিডিউল বহির্ভূত কাজ: (১) পাইলের ভিতর থেকে পাথর উত্তোলন ,গ্যাস কাটিং করে কেজি স্থাপন/অপসারণ (২) রোটারী রিগ দ্বারা শেল কাটিং গড়ে ২ মিটার এবং (৩) টাই রড কাটিং প্রদর্শনপূর্বক বিল দাখিল করে। ফলে মূল কার্যাদেশ মূল্য ৫,৪৯,৮২,৮৫৮ টাকা হতে ৬,৩২,২৩,৪৫২ টাকায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ ৮২,৪০,৫৯৪ টাকার অতিরিক্ত কাজ দেখানো হয়েছে।
- উলে-খ্য, মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প-্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট ৩০ মিটার গভীরে বোরিং করে সয়েল টেস্ট করে এবং সাইট পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ করে জেটি মেরামত/নির্মাণের প্রাক্কলন তৈরী করে। সয়েল টেস্টের সময় পাথর, শেল এবং রডের কোন আলামত পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও পাইলিং করার সময় উলি-খিত নন টেন্ডারড আইটেম এবং প্রাক্কলনের অতিরিক্ত কাজ দেখানো হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কাজ বাবদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্ড়াধীন আছে। তদন্ড় প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কার্যাদেশ মূল্যের অতিরিক্ত ব্যয় এর অনুমোদন যুক্তিসংগত কিনা তা বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের তদন্ড়াধীন আছে। ০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে জানানো হয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলনের অতিরিক্ত কাজ কেন প্রয়োজন ছিল তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যালোচনা না করায় জবাব গ্রহনযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির ৬৫,৩০,৬৭২ অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

দ্বিতীয় খন্ড

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়
(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

(পরিশিষ্টসমূহ)

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়
(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	পরিশিষ্ট নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	ক	১
২	৩	খ	২
৩	৪	গ	৩
৪	৫	ঘ	৪-৭
৫	৬	ঙ,ঙ-১,ঙ-২,ঙ-৩	৮-১১
৬	৭	চ, চ-১, চ-২	১২-১৩
৭	৮	ছ	১৪
৮	৯	জ	১৫
	মহাপরিচালকের বক্তব্য		১৬

পরিশিষ্ট-ক
অনুচ্ছেদঃ ০২

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি
অর্থ বছর : ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১

আমদানীকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষতির বিবরণী

বিবরণ	মালামালের বিবরণ ও তারিখ	চালান/কিস্তি়	ডলার মূল্য ও অন্যান্য খরচসহ টাকা	মাঃ ডলার মূল্য
পিওপি/৪৫৩৬	৫০০মে.টন তাং ৬/১২/২০১০	১ম চালান	৪৭,২১,৭৩৭টাকা	৬৬৫০০
	৫০০মেঃটন তাং ১৫/১২/২০১০	২য় চালান	৪৭,২৮,৪০৫টাকা	৬৬৫০০
পিওপি/৪৫৪৬	৫০০মেঃটন তাং ২০/১/২০১০	১ম চালান	৫০,০০,৯৬২টাকা	৬৯৫০০
	৫০০মেঃটন	২য় চালান	৫০,৭০,৬৬১টাকা	৬৯৫০০
			১,৯৫,২১,৭৬৫টাকা	

পরিশিষ্ট-খ

অনুচ্ছেদঃ ০৩

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি

অর্থ বছর : ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১

নিম্নমানের পাল্পের সাথে টেলকম পাউডার STANDARD হার অনুযায়ী ব্যবহার না করতে পারায় উৎপাদন ক্ষতির বিবরণী

ব্যবহৃত কাচামাল	ব্যবহৃত কাচা পাল্প	বাজেটেড ব্যবহারিক হার	প্রকৃত ব্যবহারিক হার	পার্থক্য /কম ব্যবহার	পেপারে ওজনের পরিঃ		পার্থক্য/ লস	দর	ক্ষতির পরিমাণ
					৬০%	৪৭%			
টেলকম পাউডার ৬০%	১০৩৮.৯১৩	০.১৫০	০.১১৮	.০৩২	৬২৩.৩৮	৪৮৮.২৮৯	১৩৫.০৯১	৭৯২৪৬ টাকা	১,০৭,০৫,৪২১

মন্তব্য : ৬০% সমান ১৫০কেজি

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহার অনুপযোগী/টেন্ডার শর্ত বহির্ভুত হওয়ায় ক্ষতির বিবরণীঃ

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট	টাকার পরিমাণ
১	কর্ণফুলী পেপার মিলস্		৩৩,৭৫,৮৭০
২	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ	পরিশিষ্ট-ঘ	৩৩,৭৫০০০
৩	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ		৬১,৫২,৩৮০
	সর্বমোট		১,২৯,০৩,২৫০

পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহার অনুপযোগী/টেন্ডার শর্ত বহির্ভূত হওয়ায় ক্ষতির বিবরণ

১। ক্রয় আদেশ নং-সিটি (বৈদেশিক)-৬০৩ তাং-২/৬/২০১০খ্রিঃ
২। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান:মেসার্স চায়না গ্যাস এন্ড প্রটোক্যামিকাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,চায়না।
৩। মালামালের বিবরণ: 1st stage evaporator Heater (731).
৪। এলসি নং-১২৭৮,১০০১/০১৯৭ তাং ২০/০৬/২০১০
৫। ইন্সপেকশন কোং : M/S Continental Inspection co. ltd, Dhaka.
৬। মালামালটি MRR/ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ: ৫/১২/২০১০ এর ইন্সপেকশন রিপোর্ট অনুযায়ী মালামালটি Stainless steel এর পরিবর্তে কার্বন স্টিল সরবরাহ করা হয়েছে।

আদায়যোগ্য টাকার বিবরণ :

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
১	কার্যাদেশ অনুযায়ী পরিশোধিত মূল্য (৪১০০০ x ৭৫) (প্রতি ডলার ৳৭৫হিসাবে)	৩০,৭৫,০০০
২	সি.ডি. ভ্যাট ১৫% ও অন্যান্য খরচ বাবদ পরিশোধ	৩,০০,০০০
	সর্বমোট	৩৩,৭৫,০০০

পরিশিষ্ট-ঘ
অনুচ্ছেদঃ ০৫

বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

অর্থ বছর : ২০১০-২০১১
ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট আদায়ে ব্যর্থতাজনিত রাজস্ব ক্ষতির বিবরণ:

ক্রঃ নং	ভাড়াটিয়া	ফ্লোর নং	বরাদ্দকৃত জায়গা (বর্গফুট)	প্রতি বর্গ ফুটের ভাড়া	মাসিক ভাড়া	জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১০ পর্যন্ত ১৫% হারে ছয় মাসের ভ্যাট	জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১১ পর্যন্ত ৯% হারে ৬ মাসের ভ্যাট	২০১০-১১ অর্থ বছরে ভ্যাট আদায় না হওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = (৬X১৫%X৬)	৮ = (৬X৯%X৬)	৯ = (৭ + ৮)
০১.	এবি ব্যাংক লিঃ	নিচ তলা ও২য়তলা	১১,৩৪৯	৩৮.৫০	৪,৩৩,৯৩৭	৩,৯৩,২৪৩.৩০	২,৩৫,৯৪৫.৯৮	৬,২৯,১৮৯.২৮
০২.	এবি ব্যাংক লিঃ	নিচ তলা	৪১৮	৩৮.৫০	১৬,০৯৩	১৪,৪৮৩.৭০	৮,৬৯০.২২	২৩,১৭৩.৯২
০৩.	এবি ব্যাংক লিঃ	৮ম তলা	১২,১৬০	৩৩.০০	৪,০১,২৮০	৩,৬১,১৫২.০০	২,১৬,৬৯১.২০	৫,৭৭,৮৪৩.২০
০৪.	এবি ব্যাংক লিঃ	৯ম তলা	১২,১৬০	৩৩.০০	৪,০১,২৮০	৩,৬১,১৫২.০০	২,১৬,৬৯১.২০	৫,৭৭,৮৪৩.২০
০৫.	এবি ব্যাংক লিঃ	১০ম তলা	১২,১৬০	৩৩.০০	৪,০১,২৮০	৩,৬১,১৫২.০০	২,১৬,৬৯১.২০	৫,৭৭,৮৪৩.২০
০৬.	এবি ব্যাংক লিঃ	১১ তলা	১,০৬৫	৩৩.০০	৩৫,১৪৫	৩১,৬৩০.৫০	১৮,৯৭৮.৩০	৫০,৬০৮.৮০
০৭.	এবি ব্যাংক লিঃ	১২ তলা		৩৩.০০	৪,০১,২৮০	৩,৬১,১৫২.০০	২,১৬,৬৯১.২০	৫,৭৭,৮৪৩.২০
০৮	এবি ব্যাংক লিঃ	১৪তলা	১২,১৬০	৩৩.০০	৪,০১,২৮০	৩,৬১,৫২.০০	২,১৬,৬৯১.২০	৫,৭৭,৮৪৩.২০
০৯	এবি ব্যাংক লিঃ	ওপেন স্পেস	৮,৫৫১	২৪.২০	২,০৬,৯৩৪	১,৮৬,২৪০.৬০	১,১১,৭৪৪.৩৬	২,৯৭,৯৮৪.৯৬
১০	এবি ব্যাংক লিঃ	১৮ তলা	৪,৪৬৪	৩৩.০০	১,৪৭,৩১২	১,৩২,৫৮০.৮০	৭৯,৫৪৮.৪৮	২,১২,১২৯.২৮
১১	বি.সি.আই.	৪র্থ তলা	২,১৪৯	৩০.৮০	৬৬,১৮৯	৫৯,৫৭০.১০	৩৫,৭৪২.০৬	৯৫,৩১২.১৬
১২	কিউ.সি. শিপিং লিঃ	নিচ তলা	৬৮১	৩৮.৫০	২৬,২১৯	২৩,৫৯৭.১০	১৪,১৫৮.২৬	৩৭,৭৫৫.৩৬
১৩	জ্যারোমস লিঃ	৪র্থ তলা	১,৫৮৪	৩৩.০০	৫২,২৭২	৪৭,০৪৪.৮০	২৮,২২৬.৮৮	৭৫,২৭১.৬৮
১৪	ড্যাফোডিলস ট্রেডিং হাউজ	১৫ তলা	৭৮৭	৩৩.০০	২৫,৯৭১	২৩,৩৭৩.৯০	১৪,০২৪.৩৪	৩৭,৩৯৮.২৪
১৫	ফুডস লিঃ	১১ তলা	৫৪৫	৩৩.০০	১৭,৯৮৫	১৬,১৮৬.৫০	৯,৭১১.৯০	২৫,৮৯৮.৪০
১৬.	রয়েল গ্রুপ	নিচ তলা	৪৮৫	৩৮.৫০	১৬,৬৭৬	১৬,৮০৫.৭০	১০,০৮৩.৪২	২৬,৮৮৯.১২
১৭.	এস. এম. রহমান এন্ড কোং	১৫ তলা	৫০২	৩৩.০০	১৬,৩৬৬	১৪,৭২৯.৪০	৮,৮৩৭.৬৪	২৩,৫৬৭.০৪
১৮.	সেল কেমিক্যাল	১৫ তলা	৭১০	৩৩.০০	২৩,৪৩০	২১,০৮৭.০০	১২,৬৫২.২০	৩৩,৭৪৯.২০
১৯.	ই. আর. রিসোর্সেস	১৫ তলা	৩৪০	৩৩.০০	১১,২২০	১০,০৯৮.০০	৬,০৫৮.৮০	১৬,১৫৬.৮০
২০.	পোটন ট্রেডার্স	১৫ তলা	২৫৮৩	৩৩.০০	৮৫,২৩৯	৭৬,৭১৫.১০	৪৬, ০২৯,০৬	১,২২,৭৪৪.১৬
২১.	অরবিট ইন্ট্রা. লিঃ	১১ তলা	৫৩০	৩৩.০০	১৭,৪৯০	১৫,৭৪১.০০	৯,৪৪৪.৬০	১,২২,৭৪৪.১৬
২২.	বিডি অয়েল ট্যাংকার এসো.	১৫ তলা	১,০০৬	৩৩.০০	৩৩,১৯৮	২৯,৮৭৮.২০	১৭,৯২৬.৯২	৪৭,৮০৫.১২

২৩.	এম. আর. ট্রেডিং	১৭ তলা	৩,৯৬১	৩৩.০০	১,৩০,৭১৩	১,১৭,৬৪১.৭০	৭০,৫৮৫,০২	১,৮৮,২২৬.৭২
২৪.	চির বন্ধন	১১ তলা	৮০	৩৩.০০	২,৬৪০	২,৩৭৬.০০	১,৪২৫.৬০	৩,৮০১.৬০
২৫.	হোমনা এন্টারপ্রাইজ	১৫ তলা	৮০	৩৩.০০	২,৬৪০	২,৩৭৬.০০	১,৪২৫.৬০	৩,৮০১.৬০
২৬.	রাফি এন্ড রাচি এন্টারপ্রাইজ	৩য় তলা	৪০২	৩৫.২০	১৪,১৫০	১২,৭৩৫.০০	৭,৬৪১.০০	২০,৩৭৬.০০
২৭.	ওয়েসিস টেক	নিচ তলা	৮৮০	৩৮.৫০	৩৩,৮৮০	৩০,৪৯২.০০	১৮,২৯৫.২০	৪৮,৭০১.২০
২৮.	মেহেদী এন্টারপ্রাইজ	১১ তলা	১০৮৮	৩৩.০০	৩৫,৯০৪	৩২,৩১৩.৬০	১৯,৩৮৮.১৬	৫১,৭০১.৭৬
২৯.	মাল্টি ওয়েভ মার্কেটিং	১১ তলা	৫১৯	৩৩.০০	১৭,১২৭	১৫,৪১৪.৩০	৯,২৪৮.৫৮	২৪,৬৬২.৮৮
৩০.	ডিমালো লিঃ	১১ তলা	৪৬০	৩৩.০০	১৫,১৮০	১৩,৬৬২.০০	৮,১৯৭.২০	২১,৮৫৯.২০
৩১.	ফ্যাশন ডি-নোভো	১১ তলা	১,৪৪৫	৩৩.০০	৪৭,৬৮০	৪২,৯১৬.৫০	২৫,৭৪৯.৯০	৬৮,৬৬৬.৪০
৩২.	বি ও এল	৩য় তলা	৪৪৫	৩৫.২০	১৬,০১৬	১৪,৪১৪.৪০	৮,৬৪৮.৬৪	২৩,০৬৩.০৪
৩৩.	ঐশরী রিয়েল এস্টেট লিঃ	১১ তলা	৩৯১	৩৩.০০	১২,৯০৩	১১,৬১২.৭০	৬,৯৬৭.৬২	১৮,৫৮০.৩২
৩৪.	কেমিকনসার্ন (২)	১১ তলা	১০৮০	৩৩.০০	৩৫,৬৪০	৩২,০৭৬.০০	১৯,২৪৫.৬০	৫১,৩২১.৬০
৩৫.	মাগুরা গ্রুপ	৪র্থ তলা	২,৭১০	৩৩.০০	৮৯,৪৩০	৮০,৪৮৭.০০	৪৮,২৯২.২০	১,২৮,৭৭৯.২০
৩৬.	এজাক্স জুট মিল্স লিঃ	১৭ তলা	১,২৮৮	৩৩.০০	৪২,৫০৪	৩৮,২৫৩.৬০	২২,৯৫২.১৬	৬১,২০৫.৭৬
৩৭.	জোবেদা টেক্সটাইল মিল্স	১৭ তলা	১,০৬৭	৩৩.০০	৩৫,২১১	৩১,৬৮৯.৯০	১৯,০১৩.৯৪	৫০,৭০৩.৮৪
৩৮.	ক্রিস্টাল ফ্যাশন্স	১৫ তলা	৭৭৫	৩৩.০০	২৫,৫৭৫	২৩,০১৭.৫০	১৩,৮১০.৫০	৩৬,৮২৮.০০
৩৯.	তাজুল ইসলাম	১১ তলা	৪৯৮	৩৩.০০	১৬,৪৩৪	১৪,৭৯০.৬০	৮,৮৭৪.৩৬	২৩,৬৬৪.৯৬
৪০.	সাউথ এশিয়া ডেভ কর্পোরেশন	১৫ তলা	২৪৫৪	৩৩.০০	৮০,৯৮২	৭২,৮৮৩.৮০	৪৩,৭৩০.২৮	১,১৬,৬১৪.০৮
৪১.	আখতার এগ্রো এন্ড ফার্টিলাইজার	১৫ তলা	৮০৫	৩৩.০০	২৬,৫৬৫	২৩,৯০৮.৫০	১৮,৯৬০.৪৮	৫০,৬৪০.৬৪
৪২.	সোনালী জুট মিলস	১৫ তলা	১০৬৪	৩৩.০০	৩৫,১১২	৩১,৬৮০.০০	১৮,৯৬০.৪৮	৫০,৬৪০.৪৮
৪৩.	মানেস্কো ইন্টারন্যাশনাল	১৫ তলা	১৭০৭	৩৩.০০	৫৬,৩৩১	৫০,৬৯৭.৯০	৩০,৪১৮.৭৪	৮১,১১৬.৬৪
৪৪.	ইউনিটক সিরামিক এন্ডা. লিঃ	১১ তলা	৮৭০	৩৩.০০	২৮,৭১০	২৫,৮৩৯.০০	১৫,৫০৩.৪০	৪১,৩৪২.৪০
৪৫.	রেইনবো এসোসিয়েটস	১১ তলা	৫৯৩	৩৩.০০	১৯,৫৬৯	১৭,৬১২.১০	১০,৫৬৭.২৬	২৮,১৭৯.৩৬
৪৬.	ডিজেল পাওয়ার সার্ভিস	১১ তলা	১৪২২	৩০.০০	৪৬,৯২৬	৪২,২৩৩.৪০	২৫,৩৪০.০৪	৬৭,৫৭৩.৪৪
৪৭.	ইনফিনিটি টেক ইন্টারন্যাশনাল	১৭ তলা	১,৩৩৩	৩৩.০০	৪৩,৯৮৯	৩৯,৫৯০.১০	২৩,৭৫৪.০৬	৬৩,৩৪৪.১৬
৪৮.	গ্রামীণ ফোন	বেজমেন্ট	৮১	৩৩.০০	৩৬,৩০০	৩২,৬৭০.০০	১৯,৬০২.০০	৫২,২৭২.০০
৪৯.	পপুলার ইকুইটিস (১)	১১ তলা	৫৫৭	৩৩.০০	১৮,৩৮১	১৬,৫৪২.৯০	৯,৯২৫.৭৪	২৬,৪৬৮.৬৪

৫০.	পপুলার ইকুইটিস (২)	১৭ তলা	১,৪১৬	৩৩.০০	৪৬,৭২৮	৪২,০৫৫.২০	২৫,২৩৩.১২	৬৭,২৮৮.৩২
৫১.	নবাব এন্ড কোং	১৫ তলা	৫৩৪	৩৩.০০	১৭,৬২২	১৫,৮৫৯.৮০	৯,৫১৫.৮৮	২৫,৩৭৫.৬৮
৫২.	কার্বন হোল্ডিংস	১৫ তলা	৫২১	৩৩.০০	১৭,১৯৩	১৫,৪৭৩.৭০	৯,২৮৪.২২	২৪,৭৫৭.৯২
৫৩.	এল আই টিএস	৩য় তলা	৩১৮	৩৫.২০	২১,১৯৪	১০,০৭৪.৬০	৬,০৪৪.৭৬	১৬,১১৯.৩৬
৫৪.	বি আই এন্টারপ্রাইজ	৪র্থ তলা	১৫৬	৩৫.২০	৫,৪৯১	৪,৯৪১.৯০	২,৯৬৫.১৪	৭,৯০৭.০৪
৫৫.	বিসিআই সি বি এস. সমিতি	৪র্থ তলা	–	–	২,০০০	১,৮০০.০০	১,০৮০.০০	২,৮৮০.০০
৫৬.	দেশ বিল্ডার্স	নিচ তলা	৭২	৩৩.০০	২,৩৭৬	২,১৩৮.৪০	১,২৮৩.০৪	৩,৪২১.৪৪
৫৭.	ন্যাশন ওয়াইড লিঃ	২য় তলা	২০০০	৩৩.০০	৬৬,০০০	৫৯,৪০০.০০	৩৫,৬৪০.০০	৯৫,০৪০.০০
৫৮.	মাস্টার সিমেক্স পেপার	২য় তলা	২৯৫০	৩৩.০০	৯৭,৩৫০	৮৭,৬১৫.০০	৫২,৫৬৯.০০	১,৪০,১৮৪.০০

বিসিআইসি সদন

৫৯.	মোশারফ এন্ড ব্রাদার্স	নিচ তলা	৪৯১	৩৩.০০	১৬,২০৩	১৪,৫৮২.৭০	৮,৭৪৯.৬২	২৩,৩৩২.৩২
৬০.	হীরাঝিল হোটেল (১)	নিচ তলা	৪,৮৮০	৩৩.০০	১,৬১,০৪০	১,৪৪,৯৩৬.০০	৮৬,৯৬১.৬০	২,৩১,৮৯৭.৬০
৬১.	হীরাঝিল হোটেল (২)	নিচ তলা	১,৫৯৩	৩৩.০০	৫২,৫৬৯	৪৭,৩১২.৮০	২৮,৩৮৭.২৬	৭৫,৬৯৯.৩৬

চট্টগ্রাম

৬২.	প্যাসিফিক টেলিকম	ওপেন স্পেস	১,৫০০	১১.০০	১৬,৫০০	১৪,৮৫০.০০	৮,৯১০.০০	২৩,৭৬০.০০
৬৩.	প্যাসিফিক টেলিকম	২য় তলা	৬,২৩২	২১.৫০	১,৭১,৩৮০	১,৫৪,২৪২.০০	৯২,৫৪৫.২০	২,৪৬,৭৮৭.২০
৬৪.	হেজী এন্ড কোং	নিচ তলা	২,৫৫৬	২১.৫০	৭০.২৯০	৬৩,২৬১.০০	৩৭,৯৫৬.৬০	১,০১,২১৭.৬০
৬৫.	গিয়াস উদ্দিন এন্ড সন্স	এমএইচ ৪২/১	৪২০	-	৫,০২০	৪,৫১৮.০০	২,৭১০.৮০	৭,২২৮.৮০
৬৬.	হাজী মো.ইসহাক	এমএইচ ৪২/২	৩৩৪	-	৪,০০০	৩,৬০০.০০	২,১৬০.০০	৫,৭৬০.০০
৬৭.	মো. বিল-াল হোসেন	এমএইচ ৪২/৩	১২	-	৩২০	২৮৮.০০	১৭২.৮০	৪৬০.৮০
৬৮.	ফাহিম এন্টারপ্রাইজ	এমএইচ ২/১	৮০০	-	৭,২০০	৬,৪৮০.০০	৩,৮৮৮.০০	১০,৩৬৮.০০
৬৯.	শারমিন আক্তার	এমএইচ ২/২	২৭৫	-	৪,৮০০	৪,৩২০.০০	২,৫৯২.০০	৬,৯১২.০০

ক্রমিক নং	ভাড়াটিয়া	ফ্লোর নং	বরাদ্দকৃত জায়গা (বর্গফুট)	প্রতিবর্গ ফুটের ভাড়া	মাসিক ভাড়া	জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১০ পর্যন্ড় ১৫% হারে ছয় মাসের ভ্যাট	জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১১ পর্যন্ড় ৯% হারে ৬ মাসের ভ্যাট	২০১০-১১ অর্থ বছরে ভ্যাট আদায় না হওয়ায় রাজস্ব ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ = (৬X১৫%X৬)	৮ = (৬X৯%X৬)	৯ = (৭ + ৮)
৭০.	বেগ রয়েল ইন্ডা. লিঃ	এমএইচ ১/১	৩১৮	-	২,২০০	১,৯৮০.০০	১,১৮৮.০০	৩,১৬৮.০০
৭১.	খান প-াষ্টিক এন্ড এক্সেস	এমএইচ ১	-	-	১১,৫০০	১০,৩৫০.০০	৬,২১০.০০	১৬,৫৬০.০০
৭২.	হামিদ এন্ড কোং	-	৮১৮	-	৩,০০০	২,৭০০.০০	১,৬২০.০০	৪,৩২০.০০
৭৩.	মি. রজব আলী	-	-	-	৯২৭	৮৩৪.৩০	৫০০.৫৮	১,৩৩৪.৮৮
							সর্বমোট	৭২,০৩,৬৪০

পরিশিষ্ট-৬
অনুচ্ছেদঃ ৬

শ্রমিকদের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদানের বিবরণ
অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট	টাকার পরিমাণ
১	যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, জামালপুর	পরিশিষ্ট:চ-১	৩,০৫,১৫,২০৫
২	পলাশ সার কারখানা, পলাশ,নরসিংদী	পরিশিষ্ট:চ-২	২,৬৩,৭৪,৮২৪
৩	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি:, ছাতক	-	১,৬০,৫৩,৪৫৮
৪	ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	পরিশিষ্ট:চ-৩	৩১,৫২,০৫৭
		সর্বমোট	৮,০৫,৯৫,৫৪৪

পরিশিষ্ট-৬-১
অনুচ্ছেদঃ ৬

যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি,জামালপুর
অর্থ বছর : ২০১০-২০১১
শ্রমিকদের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদানের বিবরণ:

মাসের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা	মোট মজুরী (মূল)	মোট অতিরিক্ত কর্ম ঘন্টা	মোট প্রদত্ত অধিকাল ভাতা (দ্বিগুন হারে)	মূল মজুরীর সাথে শতকরা হার	ঘন্টা প্রতি গড় অধিকাল ভাতার হার	মাসিক সর্বোচ্চ ৫২ ঘন্টা হারে প্রাপ্য ঘন্টা	প্রাপ্য অধিকাল ভাতা (দ্বিগুন হারে)	অতিরিক্ত প্রদত্ত অধিকাল ভাতা
১	২	৩	৪	৫	৬=৫÷৩ ×১০০	৭= ৫÷৪	৮= ২×৫২	৯= ৭×৮	১০= ৫-৯
জুলাই/১০	৩৫০ জন	২২,৩৪,৯৯৮	৬৬.২৯২	৪০,৭৪,৬৭৮	১৮২.৩১%	৬১.৪৬%	১৮২০০	১১,১৮,৫৭২	২৯,৫৬,১০২
আগষ্ট/১০	৩৫২ জন	২২,৪৬,৯৪০	৬৭.১০৮	৪১,২৫,৯২৫	১৮৩.৩১%	৬১.৪৬%	১৮৩০৪	১১,২৫,৩২৯	৩০,০০,৫৯৬
সেপ্টে/১০	৩৪৮ জন	২২,২৪,৩৬৮	৬৫.৮২৪	৪০,৫৩,৭৭৭	১৮২.২৪%	৬১.৫৮%	১৮০৯৬	১১,১৪,৩৫১	২৯,৩৯,৪২৬
অক্টো/১০	৩৪৯ জন	২২,৩৩,৩৮০	৬৭.১৬৪	৪১,৩৪,০৭২	১৮৫.১০%	৬১.৫৫%	১৮১৪৮	১১,১৭,০০৯	৩০,১৭,০৬৩
নভে/১০	৩৪৮ জন	২২,২৫,৮৬৮	৬৬.৫৯৯	৪০,৯৬,১২১	১৮৪.০২%	৬১.৫০%	১৮০৯৬	১১,১২,৯০৪	২৯,৮৩,২১৭
ডিসে/১০	৩৪৮	২২,৪৫,৪৬৪	৬৬.১৫৩	৪১,০৭,৭৫৬	১৮২.৯৩%	৬২.০৯%	১৮০৯৬	১১,২৩,৫৮০	২৯,৮৪,১৭৬

	জন								
জানু/১১	৩৪৯ জন	২২,৯২,৪২০	৬৫.৯৫২	৪১,৭০,১২৫	১৮১.৯০%	৬৩.২২%	১৮১৪৮	১১,৪৭,৩১৬	৩০,২২,৮০৯
ফেব্রু/১১	৩৪৮ জন	২২,৮৫,১৮৪	৬৬.০১৮	৪১,৬৭,০৩৪	১৮২.৩৫%	৬৩.১১%	১৮০৯৬	১১,৪২,০৩৮	৩০,২৪,৯৯৬
মার্চ/১১	৩৪৬ জন	২২,৭০,৭১২	৬৩.২৪৬	৩৯,৯৫,৪৭০	১৭৫.৯৫%	৬৩.১৭%	১৭৯৯২	১১,৩৬,৫৫৪	২৮,৫৮,৯১৬
এপ্রি/১১	৩৩১ জন	২১,৬৮,০০৪	৬০.৪২৭	৩৮,০৪,৯৫৮	১৭৫.৫০%	৬২.৯৬%	১৭২১২	১০,৮৩,৬৬৭	২৭,২১,৩৩১
মে/১১	৩৪৬ জন	২২,৪৭,২০৪	৬১,৫৭১	৩৮,৭০,৭৭৪	১৭২.২৪%	৬২.৮৬%	১৭৯৯২	১১,৩০,৯৭৭	২৭,৩৯,৭৯৭
জুন/১১	৩৫৪ জন	২২,৬৪,৬৫২	৬২,৭৯৫	৩৯,১৪,১৪৬	১৭২.৮৩%	৬২.৩৩%	১৮৪০৮		২৭,৬৬,৭৭৬
				৪,৮৫,১৪,৮৩২				১,৩৪,৯৯,৬৬৭	**৩,৫০,১৫,২০৫**

পরিশিষ্ট-৬-২

অনুচ্ছেদঃ ৬

পলাশ সার কারখানা, পলাশ,নরসিংদী

বিধি বর্হিভুত শ্রমিকগণ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত অধিকাল ভাতার বিবরণ:

মাসের নাম	শ্রমিকের মাসিক মূল বেতন	মোট শ্রমিকের সংখ্যা	অধিকাল ঘন্টা	২০% ডিএ সহ মূলবেতন	পরিশোধিত অধিকাল ভাতা
১	২	৩	৪	৫	৬
জুলাই/২০১০	১৮,২৭,৫৯০/-	৩৩৯	২৪৯৪০	২১,৮৬,২৬৩/-	১৫,৬৪,২৪৬/-
আগষ্ট/২০১০	১৮,২৮,৭২০/-	৩৪০	২৫৫২৪	২১,৯১,৬৮৪/-	১৬,০২,৩০০/-
সেপ্টে/২০১০	১৮,২৮,৭২০/-	৩৪০	৩৩১২৬	২১,৩৬,২৫২/-	২০,৭৭,০২৭/-
অক্টো/২০১০	১৮,৫৭,৮৭০/-	৩৪৬	৪২৪২৭	২২,০২,৯৪০/-	২৭,০০,৩০৭/-
নভেম্বর/২০১০	১৮,৫১,১২০/-	৩৪৬	৪২৮৯৮	২১৯৭,৯৯৬/-	২৭,১৩,৮৫১/-
ডিসেম্বর/২০১০	১৮,৩৭,৮৫৭/-	৩৪৫	৪৩৫১১	২১,২২,৪১৬/-	২৭,৩৯,০৫৯/-
জানু/২০১১	১৮,৩৭,৮৫৭/-	৩৪২	৪৩০০২	২১,৯৩,২০৮/-	২৭,২১,৮১৩/-
ফেব্র/২০১১	১৮,২৮,৩৩৮/-	৩৩৪	৪১১১০	২১,৩০,৩৬৪/-	২৫,৯১,৬০৯/-
মার্চ/২০১১	১৮,৯৭,৬১৮/-	৩৬২	৪৪৭৭৭	২২,৫২,২৪৮/-	২৮,০৬,০৭৫/-
এপ্রিল/২০১১	১৯,০২,৩৯১/-	৩৪৫	৪৪৯১০	২২,১৬,৯০০/-	২৭,৯৩,১১১/-
মে/২০১১	১৮,৯৭,১০০/-	৩৬৬	৪৮৩৮০	২২,৭৩,৭৭৬/-	২৯,৭৫,৮০৭/-
জুন/২০১১	১৯,০৭,২২০/-	৩৬৮	৫৬৬৫৭	২২,৮৪,৯৬০/-	৩৫,১৪,৫০২/-
সর্বমোট=১২মাস	২,২৩,৩৩,২৯৯ টাকা	৪১৭৩জন	৪,৯০,২৬৬	২,৬৪,৫৯,১০৭/-	৩,০৭,৯৯,৭০৭/-

মাসিক হার	মূলবেতন	গৃহীত অধিকাল ভাতা	শতকরা হার	মন্ড়ব্য
৭	৮	৯	১০	
৭৩.১৪%	১২,৩৪,৬১০/-	৯,২৭,৯০৬/-	৭৫.১৬%	অনুমোদিত সংশোধিত অধিকাল ভাতা ১,০৭,৫৬,টাকা পরিশোধিত সর্বমোট অধিকাল ভাতা (৩,০৭,৯৯,৭০৭+১,১৪,৪৯,৭৯৭) = ৪,২২,৪৯,৫০৪ টাকা। বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা পরিশোধিত অধিকাল ভাতার শতকরা হার ৪,২২,৪৯,৫০৪×১০০ ১,০৭,৫৬,০০০ =৩৯২,৭৯%
১২২.৫%	১২,২৫,৬৩৫/-	৯,৬৩,৭৯৫/-	৭৮.৬৪%	
১২৩.৪৭%	১২,৩০,২৩৯/-	৯,৭০,০৬৫/-	৭৮.৮৫%	
১২৪.৯৩%	১২,০৫,০৩০/-	৯,৬০,৮২০/-	৭৯.৭৩%	
১২৪.১০%	১২,১০,২৯০/-	৯,৫৯,৫০৯/-	৭৯.২৮%	
১২১.৬৫%	১১,৮৯,৯০৫/-	৯,৫১,২০৮/-	৭৯.২৮%	
১২৪.৫৯%	১২,০৯,৯৯০/-	৮,৯৬,৯৬৮/-	৭৪.১৩%	
১৩১.৯৫%	১১,৯৭,৬৫৫/-	৯,৫৫,৩২৯/-	৭৯.৭৬%	
১২৫.৯৯%	১১,৯৭,৬৫৫/-	৯,৪৫,৬৫১/-	৭৮.৮১%	
১৩০.৮৭%	১২,০৬,২০০/-	৯,৭৫,২৩০/-	৮০.৮৫%	
১৫৩.৮১%	১১,৮৯,২৪০/-	১০,৭৩,৪৯৪/-	৯০.২৭%	
১১৬.৪০% গড়ে	মোট	১,১৪,৪৯,৭৯৭/-		

পরিশিষ্ট:ঙ-৩

অনুচ্ছেদঃ ৬

ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

অর্থবছর:২০১০-১১

অনিয়মিতভাবে শ্রমিক ,কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত অধিকাল ভাতার বিবরণঃ

ক্রমিক নং	শ্রমিক কর্মচারী সংখ্যা	সময়কাল	মূল বেতন	প্রদত্ত অধিকাল ভাতা	অতিরিক্ত
১।	১০ জন ১০ জন	জুলাই ২০১০	৭০,০৪৪/- ৬৯,৬১০/-	২,০১,৪৫৫/- ১,৫৮,৪৪৩/-	১,৩১,৪১১/- ৮৮,৮৩৩/-
২।	–ঐ–	আগষ্ট ২০১০	৭২,৯১২/- ৬৯,৬১০/-	১,৯৫,২২৩/- ১,৪২,২৪৯/-	১,২২,৩১১/- ৭২,৬৩৯/-
৩।	–ঐ–	সেপ্টেম্বর ২০১০	৭৪,৩৬৪/- ৬৯,৩২০/-	২,০৩,০৪৫/- ১,৬৬,৪৬৪/-	১,২৮,৬৮১/- ৯৭,১৪৪/-
৪।	–ঐ–	অক্টোবর ২০১০	৬৬,৪৯৪/- ৬৯,৩২০/-	২,৪০,১৫১/- ১,৫১,১৮৩/-	১,৭৩,৬৫৭/- ৮১,৮৬৩/-
৫।	–ঐ–	নভেম্বর ২০১০	৬৯,৪৯২/- ৬৯,৩২০/-	২,২৭,২৮৪/- ১,৮২,১০৫/-	১,৫৭,৭৯২/- ১,১২,৭৮৫/-
৬।	–ঐ–	ডিসেম্বর ২০১০	৭৫,১২০/- ৭০,৭৭০/-	২,৪২,৯৫৫/- ১,৬০,৭৭৭/-	১,৬৭,৮৩৫/- ৯০,০০৭/-
৭।	–ঐ–	জানুয়ারী ২০১১	৭৩,২৫৬/- ৭০,৭৭০/-	২,৪০,৮৭০/- ১,৬০,৭৭৭/-	১,৬৭,৬১৪/- ৯০,০০৭/-
৮।	–ঐ–	ফেব্রুয়ারী ২০১১	৭১,৮০৮/- ৭৮,৪৬০/-	২,৪১,০৫০/- ২,৫৬,২৮৭/-	১,৬৯,২৪২/- ১,৭৭,৮২৭/-
৯।	–ঐ–	মার্চ ২০১১	৭৩,৮৩৬/- ৭৮,৪৬০/-	২,০৯,৭৩৭/- ২,০৪,৬৪৮/-	১,৩৫,৯০১/- ১,২৬,১৮৮/-
১০।	–ঐ–	এপ্রিল ২০১১	৭৭,৬০৪/- ৭০,৭৭০/-	২,৩০,২২৯/- ২,১২,৩৪০/-	১,৫২,৬২৫/- ১,৪১,৫৭০/-
১১।	–ঐ–	মে ২০১১	৭৬,৭৭৬/- ৮২,৩৭৫/-	২,২৭,৬৪৩/- ২,১৫,০৮৪/-	১,৫০,৮৬৭/- ১,৩২,৭০৯/-
১২।	–ঐ–	জুন ২০১১	৭৪,১১২/- ৭০,৯৬০/-	২,৩৭৯২৬/- ১,৮৯,৬৯৫/-	১,৬৩,৮১৪/- ১,১৮,৭৩৫/-
		মোট	**১৭,৪৫,৫৬৩**	**৪৮,৯৭,৬২০**	**৩১,৫২,০৫৭**

পরিশিষ্ট- চ

অনুচ্ছেদঃ ৭

জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি হলেও হাউজরেন্ট স্-াব বৃদ্ধি না করায় ক্ষতির বিবরণ

অর্থবছর: ২০১০-২০১১

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিশিষ্ট	টাকার পরিমাণ
১	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড	পরিশিষ্ট-:জ-১	২৯,৬৭,৮১০
২	ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	পরিশিষ্ট-জ-২	২৯,৯৭,৫৮৬
		সর্বমোট	**৫৯,৬৫,৩৯৬**

পরিশিষ্ট- চ-১

অনুচ্ছেদঃ ৭

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড

অর্থবছর: ২০১০-২০১১

জাতীয় বেতন স্কেলে প্রায় ৬০% বেতন বৃদ্ধি হলেও হাউজরেন্ট স্-াব বৃদ্ধি না করায় ক্ষতির বিবরণ

ক্রমিক নং	বর্ণনা	সংখ্যা (আবাসিক বাসায় বসবাস)	স্-াব রেটে মোট বাড়ী ভাড়া কর্তন (মাসিক)	সময়কাল	মোট বাড়ী ভাড়া কর্তন(স্-াব রেটে) ১বৎসরে	৬০% বাড়ী ভাড়া স্-াব বৃদ্ধি না করায় ক্ষতি
১।	কর্মচারী	২৬৯	১,৭২,৬২৮	১/৭/১০-৩০/৬/১১ পর্যন্ড় = ১২মাস	২০,৭১,৫৩৬	১২,৪২,৯২১
২।	শ্রমিক	৩৯৩	২,৩৯,৫৬৮		২৮,৭৪,৮১৬	১৭,২৪,৮৮৯
					মোট ক্ষতি	২৯,৬৭,৮১০

পরিশিষ্টঃ- চ-২
অনুচ্ছেদঃ ৭

ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ,সিলেট।

অর্থবছরঃ ২০১০-২০১১

অনিয়মিতভাবে স্ল্যাব রেটে কর্তনকৃত বাড়ীভাড়া ফেরৎ প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক নং	ফেরৎ প্রদানের তারিখ	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১।	২৫/০৮/২০১০	১,১৬,৯৪৫
২।	ঐ	৩,৬০,১৭৫
৩।	ঐ	৪,১৮,৩০১
৪।	ঐ	৩,৮৯,৪৭২
৫।	২৬/০৮/২০১০	৪,৫৯,৮৭৯
৬।	ঐ	৬,৭০,৯৬৬
৭।	ঐ	৩,০৭,৯৬৬
৮।	০৪/০৯/২০১০	৮২,৮৯৫
৯।	১২/১০/২০১০	৮০,৮৯৫
১০।	০২/০২/২০১১	১,১১,০৮৯
	মোট	২৯,৯৮,৫৮৩

পরিশিষ্টঃ ছ
অনুচ্ছেদ: ৮

প্রদত্ত অগ্রিম অনাদায়ী / অসমন্বিত টাকার বিবরণ

অর্থ বছর : ২০১০-১১

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
১	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ, আশুগঞ্জ, বি. বাড়ীয়া ।	২,৪৮,৮৮,৭২২
২	ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	১,৫২,৮১,৮৭৩
	সর্বমোট	৪,০১,৭০,৫৯৫

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ, আশুগঞ্জ, বি বাড়ীয়া :

ক্রমিক নং	অগ্রিম খাতের বিবরণ	হিসাব নং	অনাদায়ী / অসমন্বিত টাকার পরিমাণ
১।	সরবরাহকারী/ঠিকাদারগণের অগ্রিম	২২৩	৮৫,৭৬,৭৩৩
২।	ক্রয় এবং খরচ অগ্রিম	২২৪	৬,৫৩,৯৮১
৩।	বেতন অগ্রিম	২২৫	২৩,৭০,২৫৪
৪।	শ্রমিকদের মজুরী অগ্রিম	২২৫এ	৮৭,৩৮,০০০
৫।	অন্যান্য অগ্রিম	২৩৯	৪৫,৪৯,৭৫৪
			২,৪৮,৮৮,৭২২

ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

১।	বেতন ও অগ্রিম বাবদ ৬৯২ জনকে প্রদানকৃত অর্থ	১,৫২,৮১,৮৭৩

পরিশিষ্টঃ জ
অনুচ্ছেদ:৯

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাংগাদিয়া চট্টগ্রাম

অর্থবছর ঃ ২০০৭-২০১১ ।

দরপত্রে প্রাপ্ত নিম্নদরে ফসফরিক এসিড ক্রয় উপেক্ষা করে পরবর্তীতে অতি উচ্চমূল্যে এসিড ক্রয় করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণ

টেন্ডার ইনকোয়ারী নং ও তাং	দরপত্রে আহ্বানকৃত এসিডের পরিমাণ	সরবরাহকারী সর্বনিম্ন দর দাতার নাম	ক্রয়াদেশ নংও তাং	ক্রয়াদেশে চাহিদার পরিমাণ	দর(ডলার) প্রতি মে.টন	দরের পার্থক্য প্রতি মে.টন	বাড়তি দর পরিশোধের কারণে ক্ষতির পরিমাণ	টাকায় ক্ষতির পরিমাণ (প্রতি ডলার ৬৯.৪০ টাকা হিসাবে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পার৩.১৯০৯/২০০৭-০৮ তাং ২৫/৩/০৮	৫০,০০০ মে.টন	Agro indusrial input Dhaka	-	-	১১৪৭.১৭	-	-	-
পার-৩.১৯০৯/২০০৭-০৮ তাং ৩/৬/০৮	৫০,০০০ মে.টন	M/S poton Tender Dhaka	সিটি - ২৮২(এফ) তাং ১২/৮/০৮খ্রিঃ	১০,০০০ মে.টন	১৩৩৫.০৮	১৮৭.৯১	১৮,৭৯,১০০	১৩,০৪০,৯৫৪০
পার-৩.১৯৩৭/২০০৭-০৮ তাং ১৮/৬/০৮	৩০,০০০ মে.টন	M/S. Sehab industrial Dhaka	সিটি - ২৯১(এফ) তাং ১২/৮/০৮খ্রিঃ সিটি - ২৯২(এফ) তাং ১২/৮/০৮খ্রিঃ	১০,০০০ মে.টন ১০,০০০ মে.টন	১২৬২.৮৭ ১২৭৩.৩৭	১১৫.৭০ ১২৬.৩৭	১১,৫৭,০০০ ১২,৬৩,৭০০	৮,০২,৯৫,৮০০ ৮,৭৭,০০৭৮০
							মোট	২৯,৮৪,০৬,১২০

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ..............................., ঢাকা।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।